

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

125690 - যার পরিবারে লোকেরা মলিাদুন্নবী উদযাপন করে এবং এতে অংশগ্রহণ না করার কারণে তাকে তরিস্কার করে এমতাবস্থায় পরিবারে সাথে সে কীরূপ আচরণ করবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি মলিাদুন্নবী পালন করিনি। কিন্তু পরিবারে বাকী সবাই তা পালন করে। তারা বলেন: আমার ইসলাম নতুন ইসলাম। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসিনি। এ বিষয়ে কোন উপদেশ আছে কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। এক:

প্রিয় ভাই, আপনি এ বদিআতটি পরিত্যাগ করে উত্তম কাজটি করছেন যে বদিআতটি অভ্যাসের মত মানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করেছে। যারা আপনাকে নবীর অনুসরণের ঘাটতি উল্লেখ করে অপবাদ দলি অথবা ইসলামী আদর্শের উপর আপনার অবচিলা নিয়ে প্রশ্ন তুলল আপনি সন্দেহে ভ্রুক্বেপে করার দরকার নেই। এমন কোন রাসূল নেই যার সাথে লোকেরা তরিস্কার করেনি বা তাঁর ববিকে-বুদ্ধি ও দ্বীনদারির উপর অপবাদ দেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “এমনভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রাসূল আগমন করেছে, তারা বলছে যাদুকের কথিবা উন্মাদ।” [সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫২] নবীদের জীবনে আপনার জন্য উত্তম আদর্শ। সুতরাং আপনি যে কষ্ট পাচ্ছেন এতে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের প্রত্যাশা করুন।

দুই:

আপনার জন্য নসহিত হচ্ছে- আপনি তাদের সাথে কোন আলোচনা-পর্যালোচনা, তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলবেন। যদি এদের মধ্যে জাগ্রত ববিকেরে কটে থাকে যে কথা শুনবে ও বুঝবে চেষ্টা করে তাহলে তার সাথে আলোচনা করতে পারেন। বাছাই করে এ ধরণের ব্যক্তদেরকে আপনি মলিাদের স্বরূপ, এর হুকুম, এটি সঠিকি না হওয়ার দলিল জানাতে পারেন। তাদের কাছে আপনি নবীকে অনুসরণ করার মর্যাদা ও বদিআত পরিচালন করার খারাপ দকিটি তুলে ধরতে পারেন। যদি আপনি এমন কাউকে দেখেন তাহলে তাদের সাথে নমিনোক্ত পন্থায় সংলাপ করতে পারেন এবং তাদেরকে নসহিত করতে পারেন।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

১. তারা যখনে শেষে করছে আমরা সখোন থেকে শুরু করব। তারা আপনাকে বলছে: আপনার ইসলাম নতুন ইসলাম। আমরা বলব: কোনটা আগে শুরু হয়েছে- মলিাদ করা; নাকি মলিাদ না করা? নঃসন্দেহে প্রত্যকে ন্যায়বান ও ববিকিবান ব্যক্তরি উত্তর হবে: যারা মলিাদ পালন করে না তাই আগে। সাহাবায়ে কেরোম, তাবয়ৌন, তাব-তাবয়ৌন এবং তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম উবাইদি যুগ পর্যন্ত মলিাদ করেনি। উবাইদিদের পর মলিাদ করা শুরু হয়েছে। সুতরাং কার ইসলাম নতুন?!

২. আমরা যদি দেখি- কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশি ভালবাসে? সাহাবায়ে কেরোম; নাকি তাদের পরবর্তী যামানার লোকেরা? নঃসন্দেহে প্রত্যকে ববিকিবান লোকেরে জবাব হবে: সাহাবায়ে কেরোম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশি ভালবাসেছে এবং বেশি সম্মান দিয়েছে। তারা কি মলিাদ পালন করছেন?! মলিাদপালনকারী এ লোকদের পক্ষে কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরোমের সাথে পালা দয়া সম্ভব?! ৩. আমরা যদি প্রশ্ন তুলি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার অর্থ কী? প্রত্যকে ববিকিবান ও ন্যায়বান ব্যক্তরি মতে, নবীর আদর্শের অনুসরণ ও তাঁর প্রদর্শিত পথে চলা। যদি মলিাদপালনকারী এ লোকগুলো তাদের নবীর আদর্শ আঁকড়ে ধরত এবং তাঁকে অনুকরণ করে পথ চলত তাহলে রাসূলের প্রমেকি সাহাবায়ে কেরোম ও নবীর অনুসারীগণ যা করছেন এদের জন্যেও তা তা করা-ই যথেষ্ট হত এবং তারা বুঝতে পারত যে, পূর্ববর্তীদের অনুকরণ করার মধ্যই কল্যাণ; আর পরবর্তীদের নবপ্রচলনের মধ্যই অকল্যাণ। কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার আলামত শীর্ষক অধ্যায়ে বলেন: “যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসে সে তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে। তার সাথে সাদৃশ্য অর্জনকে প্রাধান্য দিয়ে। তা না হলে সে ভালবাসা সত্য নয়; বরং নছিক দাবিমাত্র। যে ব্যক্তি সত্যি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসে এর আলামত তার মধ্য দেখে যেতে হবে। প্রথম আলামত হচ্ছে: সুসময়ে, দুঃসময়ে, কর্মমোদীপনা ও অলসতা সর্বাবস্থায় তাঁর অনুকরণ, তাঁর আদর্শের অনুসরণ, তাঁর কথা-কাজ-নির্দেশের অনুগমন, তাঁর নিষেধগুলো পরহিার, তাঁর শিষ্টিচারগুলো গ্রহণ। এর প্রমাণ রয়েছে আল্লাহর বাণীতে “বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর; এতে করে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবে এবং তোমাদের পাপরাশি মার্জনা করে দবিনে। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু। [সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৩১]

তাঁর শরয়িতকে অগ্রাধিকার দয়া, আত্মপ্রবৃত্তি ও নজি-মতেরে পরবির্তে তাঁর শরয়িতের অনুসরণেরে প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যারা মুহাজরিদের আগমনেরে পূর্বে মদীনায় বসবাস করছিলি এবং বিশ্বাস স্থাপন করছিলি, তারা মুহাজরিদেরে ভালবাসে, মুহাজরিদেরকে যা দয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পেষণ করে না এবং নজিরো অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে।” [সূরা হাশর, আয়াত: ৯]

আল্লাহর রজোমনদি হাছলিরে জন্ম বান্দাকে নারাজ করা:

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত সবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পূর্ণ ভালবাসে। যে ব্যক্তি এসব ক্ষেত্রে কঐচ্ছিত ঘটতি করে তার ভালবাসাতে ঘটতি আছে; তবে সেও তাঁদেরকে ভালবাসে। [আস-শফি বিতারফি হুকুকলি মুস্তাফা (২/২৪-২৫)]

৪. আমরা যদি নবীর মলাদ বা জন্মতারিখ নিয়ে পর্যালোচনা আসি- এ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো সাব্যস্ত কনি? বিপরীত দিকে তাঁর মৃত্যু তারিখ নিয়েও পর্যালোচনা করি এ তারিখ সাব্যস্ত কনি? নঃসন্দেহে প্রত্যকে বিবেকবান ও ন্যায়বান ব্যক্তির উত্তর হবে- নবীর জন্মতারিখ সাব্যস্ত হয়নি। কিন্তু নবীর মৃত্যুতারিখ সুশিচতিভাবে সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তার প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। যদি আমরা সরিত গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করি তাহলে দেখেব সরিত লেখকগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মতারিখের ব্যাপারে একাধিক অভিমত ব্যক্ত করছেন:

১. সোমবার ২ রা, রবউল আউয়াল।

২. ৮ই, রবউল আউয়াল।

৩. ১০ই, রবউল আউয়াল।

৪. ১২ই, রবউল আউয়াল।

৫. যুবায়েরে ইবনে বাক্কার বলেন: তিনি রমজান মাসে জন্মগ্রহণ করছেন।

যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মতারিখ জানার উপর দ্বীনরে কোনে কিছু নরিভর করত তাহলে সাহাবায়েরে অবশ্যই তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেসে করতনে অথবা তিনি নিজিহে তাদেরকে এ ব্যাপারে অবহতি করতনে। অথচ এর কোনেটি ঘটনে।

পক্ষান্তরে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু তারিখের ব্যাপারে কোনে মতভদে হয়নি। তাঁর মৃত্যু তারিখ হিজরী ১১ সালরে ১২ই রবউল আউয়াল। এরপর আমরা যদি দেখি এ বদিআতপন্থী লোকগুলো কখন মলাদুননবী (নবীর জন্মবার্ষিকী) পালন করে? তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীর দিন। উবাইদিসম্প্রদায় (যারা বংশ পরচিয়ে জালিয়াতি করে নিজদেরকে ফাতমো রাঃ এর সাথে সম্পৃক্ত করে ফাতমৌ দাবী করে) এভাবে এ কর্মরে প্রচলন করে গেছেন এবং লোকরো নরিবোধেরে মত এটাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। অথচ তারা ছিল জন্দি, নাস্তিকি বা ধর্মত্যাগী সম্প্রদায়। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুতে ফুর্তি করার জন্য় এমন একটি উপলক্ষরে উদ্ভব করেছে। এর জন্য় তারা জমায়তে হত এবং খুশি প্রকাশ করত। আর নরিবোধে মুসলমানদেরকে এভাবে ধোকা দতি যে, তাদের অনুকরণে এ অনুষ্ঠান করার মান- নবীর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করা। এভাবে তারা তাদের নকিষ্ট ও মন্দ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ও ভালবাসার অর্থকে বর্জিত করণে সফল হল। তাদের কাছে নবীর ভালবাসা হচ্ছে- মলিাদরে কাসদি পড়া, সরিনি ও মষ্টিবিতিরণ, নাচরে আয়োজন, নারী-পুরুষেরে অবাধ মলোমশো, ঢোল বাজানো, বপের্দাপনা, পাপাচার, বিভিন্ন বদিআতী দুআ ও শরিকী কথাবার্তা, যগুলো মলিাদরে মজলসিে বলা হয়ে থাকে। এ বদিআতরে কদর্যতা এ ওয়ে সাইটরে 10070, 13810 ও 70317 নং প্রশ্নোত্তরে বিস্তারতিভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ বদিআতরে অপনোদনমূলক আলোচনা জানতে এই লিংকে গিয়ে শাইখ সালেহ আল-ফাউয়ানে “হুকমুল ইহতফিল বলি মাউলদিন্নাবা” নামক বইটি পড়া যতে পারে। তিনি:

প্রিয় প্রশ্নকারী ভাই, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অনুকরণরে উপর ধর্যে ধারণ করুন। তাঁর বিরুদ্ধাচারণকারীদরে সংখ্যাধিক্য দেখে বিভ্রান্ত হবনে না। আমরা আপনাকে ইলমে দ্বীন অর্জন ও মানুষরে উপকার করার পরামর্শ দচ্ছি। এ ধরণরে ইস্যু যনে পরবিাররে সদস্যদরে থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে না রাখে। কারণ তারা এমন লোকদরে তাকলদি করছনে যারা মলিাদরে জলসাগুলো জায়যে হওয়ার, এমনকি মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দিয়ে। তাই এ বদিআতরে বিরোধতি করার সময় তাদের সাথে কোমল হওয়া উচিত। কথা, কাজ ও আখলাকরে সৌন্দর্যতা ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট থাকা উচিত। নবীর অনুসরণরে প্রভাব আপনি আপনার আচার-আচরণ, ইবাদত-বন্দগেরি মাধ্যমে তাদের কাছে ফুটিয়ে তুলুন। আমরা আপনার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফকিরে দুআ করছি।

আল্লাহই ভাল জাননে।